KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 15 ● Bardhaman ● 15 January 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন হাতে লেখা চিঠি প্রতিযোগিতায় প্রথম হুগলির ধনেখালি ব্লকের খানপুরের সিদ্ধেশ্বর দত্ত,দ্বিতীয় পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের শিপতাইয়ের সোমনাথ দাস এবং তৃতীয় পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার শ্যামসুন্দরের সেখ সাবের আলি।

● প্রয়াত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক চঞ্চল সিংহরায়।

● মালদার দাপুটে তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারকে খুনের অভিযোগে ধৃত তৃণমূলেরই শহর সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারীকে দল থেকে বহিষ্কার করল তৃণমূল।

● ''বাংলা জেহাদিদের মরুদ্যান হয়ে গেছে'', বিস্ফোরক মন্তব্য প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের।

● মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিষিদ্ধ স্যালাইন বা মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইনে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি।রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বদল সহ একাধিক দাবি তুলে সমাজ মাধ্যমে সরব সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

● ''বাংলায় শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য-সব জায়গায় চুরি আর জোচ্চুরি। বাংলায় যুব সমাজের কাছে আইকন নেই। বাংলা এখন আইকন লেস।চোর জোচ্চোর তো আর আইকন হতে পারে না বা সন্ধ্যে বেলা বোতল নিয়ে বসে থাকা নেতাও আইকন হতে পারে না'', স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিনে ব্যারাকপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

● শিপতাই বিবেকানন্দ সেবা সংঘের উদ্যোগে ২৫ জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সৃজনী - ২০২৫, চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

● তালিত রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং এর কাছ থেকে প্রায় ৭২ কেজি গাঁজা সহ সঞ্জয় রাহা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করল দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ।

● দল বিরোধী কাজের অভিযোগে আরাবুল ইসলাম ও শান্তনু সেনকে দল থেকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল।

● জামালপুর নাগরিক জনকল্যাণ সোসাইটির উদ্যোগে মেহেমুদ খাঁনের নেতৃত্বে ৪০০০ দুস্থ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল কম্বল।

খানপুর জৌগ্রাম মোড়ে স্কুলের সামনে ব্যবহার অযোগ্য টয়লেট আর দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপ !

নিজস্ব প্রতিবেদন -হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খানপুর জৌগ্রাম মোড়ে ২৩ নং রাস্তার ধারে ব্যবহারের অযোগ্য টয়লেট,নোংরা আবর্জনার স্তূপ।চারিদিক দুর্গন্ধে ম ম করছে। দুর্গন্ধে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়াই দায়। একদম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। টয়লেটের বিপরীত দিকে রাস্তার পাশে হেলে পড়া বোর্ডে আবার বড় বড় করে লেখা শৌচাগার ব্যবহার করুন,স্বাস্থ্যবান থাকুন ! কি নির্মম পরিহাস ! ব্যবহার অযোগ্য টয়লেটের সামনে টয়লেট ব্যবহার করার জন্য আবার সরকারি বোর্ড,ভাবা যায়! সামনেই আবার খানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই দুর্গন্ধের পাশ দিয়েই কষ্ট করে সকাল বিকেল যাওয়া আসা করে ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়ারা। দু'বেলা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে স্কুলে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা নিচ্ছে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধানের পাঠ। বেশ কয়েক মাস আগেই গুড়বাড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে সলিড ওয়াষ্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট। কিন্তু তা এখনও চালুই হয়নি। অনেকেই বলাবলি করছেন, মেন রাস্তার পাশেই যদি সবাই নোংরা আবর্জনা ফেলে আবর্জনার স্তূপ বানিয়ে ফেলে তাহলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়াষ্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপন করা হল কেন,যদি চালুই না করা হবে ? স্কুলের সামনেই মেন রাস্তার পাশে ব্যবহার অযোগ্য টয়লেট এবং দুর্গন্ধ যুক্ত নোংরা আবর্জনার স্তূপ দেখেও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ নীরব কেন? এটাই কি নির্মল বাংলার নমুনা? উঠছে প্রশ্ন।

আবাস যোজনার সমীক্ষায় কারচুপির অভিযোগ ! প্রতিবন্ধী হয়েও মেলেনি ঘর !

নিজস্ব সংবাদদাতা - প্রতিবন্ধী হয়েও মেলেনি ঘর। আবাস যোজনায় সমীক্ষার তালিকায় নাম থাকার পরেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাদ পড়ে যায় সে নাম,অভিযোগ। বছরের পর বছর কেটে গেলেও হত দরিদ্র প্রতিবন্ধী পরিবার পেল না ঘর।সমীক্ষায় কারচুপির অভিযোগ।আবাস যোজনায় নাম থাকার পরেও ঘর পায়নি হত দরিদ্র দুই পরিবার।ঘটনাটি ঘটেছে কালনা থানার নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুন গ্রামে।নান্দাই পঞ্চায়েতের নতুন গ্রামের বাসিন্দা মকবুল শেখ।তিনি তার দুই সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন । পেশায় তিনি একজন ভাগচাষী।এদিন তিনি জানান ২০১৬ সালে তৎকালীন কালনা থানার ওসি সনৎ দাসের গাড়িতে নিমতলা বাজারে তার মেয়ে মহসিনা খাতুনের এক্সিডেন্ট হয়। তারপর থেকেই তার মেয়ে মহসিনা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। সে ঠিক ভাবে হাঁটাচলা করতে পারে না। অ্যাক্সিডেন্টের পর ওসি সনৎ দাস আশ্বাস দিয়েছিলেন তার মেয়ের চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করবেন। প্রথমদিকে সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করলেও পরের দিকে তিনি আর কোনরকম যোগাযোগই রাখেননি বলে এদিন জানান তিনি। হতদরিদ্র পরিবারে এই বিপুল

(এরপর দুয়ের পাতায়)

পরিবহন দপ্তরের অফিসার সেজে তোলাবাজির অভিযোগ,ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন - বলাগড় থানা এলাকায় পরিবহন দপ্তরের অফিসার সেজে তোলাবাজির অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেফতার করল বলাগড় থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,বৃহস্পতিবার ভোরে বলাগড় থানার সোমড়া ২ নং পঞ্চায়েত এলাকার ঘোষপুকুর মোড়ে এমভিআই অফিসার সেজে বিভিন্ন গাড়ি থেকে টাকা তুলছিল তিন যুবক।রাস্তায় থাকা এক গাড়ির ড্রাইভার ঘটনার কথা বলাগড় থানায় জানান। পরবর্তী সময়ে জানা যায় ওই গাড়ির ড্রাইভারকেও আটক করেছিল ওই তিন যুবক এবং তার থেকেও টাকা নিয়েছে।গাড়ির ড্রাইভার বলাগড় থানায় লিখিত অভিযোগ জানানোর পর ঘটনাস্থলে যায় বলাগড় থানার পুলিশ।থানার সন্দেহ হলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা স্বীকার করে তারা পরিবহন দপ্তরের অফিসার নয়।তারপরই বেরিয়ে আসে আসল তথ্য।তিন যুবককেই গ্রেপ্তার করে বলাগড় থানার পুলিশ।জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে তিন যুবকের বাড়ি হুগলির শেওড়াফুলিতে।ধৃতদের নাম রঞ্জিত শীল (৩২),পঙ্কজ মণ্ডল (৩৫) এবং জয়ন্ত দাস (৩৮)।বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি(ক্রাইম) অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানান, ধৃতদের কাছ থেকে একটি স্কর্পিও গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে।বাকি বিষয়ে তদন্ত চলছে।ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের সতর্ক করতে অভিনব শাস্তির নিদান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন - হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের সতর্ক করতে অভিনব শাস্তির নিদান দিলেন জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি অনিল রাজ। শনিবার রাতে জাঙ্গিপাড়ার বকপোতা ব্রিজের কাছে জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি অনিল রাজের নেতৃত্বে বিশেষ নাকা চেকিংয়ের সময় আটক হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে শেষ সুযোগ হিসেবে হেঁটে মোটর সাইকেল নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ওসি।এই অভিনব পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি অনিল রাজ জানান, '' নাকা চেকিং মানুষের স্বার্থে। মানুষকে হয়রানি বা আর্থিক জরিমানা করা আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। জনগণ যাতে সচেতন হন, দুর্ঘটনাতে প্রাণ বলি কম করা তথা চোরাচালান, বেআইনি অস্ত্র তথা অপরাধ দমনই প্রধান উদ্দেশ্য নাকা চেকিংয়ের।''

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে রিষড়ায় সময়ের অনুগল্প পাঠের আসর

নিজস্ব সংবাদদাতা - পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রিষড়া আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ২৮ ডিসেম্বর ,২০২৪ রিষড়া স্টেশনের কাছাকাছি পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ভবনে যদুগোপাল সেন সভাঘরে আয়োজিত ''সময়ের অণুগল্প'' পাঠের আসরের মাধ্যমে কালজয়ী কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ১২৬ তম জন্মদিনে স্মরণ করা হল। শুরুতে শুক্লা দাস চিত্তালিয়ার সংগীত পরিবেশনের পরে সংগঠনের রিষড়া অঞ্চলের সম্পাদক স্বপন পাঁজা বলেন, এই সংগঠনের আদর্শ ''জীবন আছে, আমরা আছি সৃষ্টি এবং সংগ্রামে''। সেকারণেই সময়ের দায়বদ্ধতায় আমরা এবছরেই মার্চমাসে সারাদিন ধরে ''সময়ের কবিতা'' পাঠের আসর আয়োজন করেছি, বছরের শেষ সপ্তাহে এই ''সময়ের অণুগল্প'' পাঠের আসর। হুগলি জেলার সম্পাদক তথা রাজ্যের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. সুব্রত চট্টোপাধ্যায় সংক্ষেপে কথাশিল্পী তারাশঙ্করের অনেক অনালোচিত দিক উল্লেখ করে এই সংগঠনের দায়বদ্ধ ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। সংগঠনের হুগলি জেলার প্রাক্তন সম্পাদক, বর্তমানে রাজ্যের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই আসরে অণুগল্প পাঠ পর্বের সভামুখ্য।

(এরপর চারের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue- 15 ● 15 January, 2025

জল অপচয়

দিন দিন বাড়ছে পানীয় জলের অপচয়। জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে নল বাহিত পানীয় জল। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট অপচয় হচ্ছে এই নল বাহিত পানীয় জলের। অনেক বাড়িতেই প্রয়োজন হোক আর নাই হোক,ট্যাব সব সময় খোলাই থাকছে,ফলে জল পড়তেই থাকছে। অনেকে আবার ড্রেনের মাধ্যমে জমিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে জল জীবন মিশনের জল। কেউ বা গরুর গা ধোয়াচ্ছে তো কেউ জামা কাপড় কাচছে,স্নান করছে।সবই চলছে পানীয় জল দিয়ে।বাড়িতে সাব মার্সিবল চালিয়ে পুকুর ভরাটও করা হচ্ছে,চাষের কাজও করা হচ্ছে।এভাবেই যথেচ্ছভাবে নষ্ট হচ্ছে ভৌম জল।এখন আবার মাঠে মাঠে মিনি। কোনো বাছবিচার নেই। যথেচ্ছভাবে মিনির পারমিশন দেওয়া হচ্ছে।একটা মাঠে এখন আটটা দশটা করে মিনি,ভাবা যায় ! ফলে দিন দিন কমছে ভৌম জলের স্তর।বাড়ির বা রাস্তার পাশের হ্যান্ড পাম্প গুলোয় গ্রীষ্মকালে তো জল উঠছেই না,শীত কালেও জলের টান পড়ছে। আমরা সব বুঝেও না বোঝার ভান করছি। নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছি। আমাদের অবস্থাও যে হতে পারে বেঙ্গালুরু,চেন্নাই বা শিলিগুড়ির মতো তা আমরা বুঝতে পারছি না। কিছু দিন আগে আমরা সমাজ মাধ্যমে দেখলাম চেন্নাইয়ে ২০ টাকার জল ৪০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।তাও সবাই পাচ্ছে না।জলের হাহাকার চলছে। আমাদের এখানেও এমন একটা দিন আসবে যখন টাকা দিয়েও কিন্তু জল পাওয়া যাবে না।জলের জন্য হাহাকার ছুটবে।আমরা যদি এখনই সচেতন না হই তাহলে সেদিন আর বেশি দেরি নেই যেদিন সামান্য পানীয় জলের জন্য মানুষ মারামারি করবে, টাকা দিয়েও এক বিন্দু জল পাবে না। তাই এখনই সতর্ক হোন।পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করুন।বাড়ির বা রাস্তার পাশের ট্যাবের মুখটা বন্ধ রাখুন।সাব মার্সিবল চালিয়ে পুকুর ভরাট করার আগে দু'বার ভাবুন। জল জীবন মিশনের জল যথেচ্ছভাবে অপচয় না করে পানীয় জল হিসেবেই ব্যবহার করুন। ভৌম জলের অপচয় রোধ করুন। নিজে বাঁচুন,অপরকে বাঁচতে দিন।

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিবন্ধী হয়েও মেলেনি ঘর !

অংকের চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে পরিবারটি অর্থনৈতিক ভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমানে মহসিনা নতুনগ্রাম হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী।সে একজন বিড়ি শ্রমিকও। নিজের পড়াশোনা ও চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে মহসিনা বিড়ি বাঁধে।খুব কষ্ট করে এসে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।মকবুল শেখ জানান, মেয়ের চিকিৎসার খরচ,ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে বাড়ি করার মতো সামর্থ্য তাদের নেই। তাই তালিকা থেকে বাদ পড়ার ব্যাপারটি তিনি বিডিও অফিসে জানান।বিডিও অফিস থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হেল্পলাইন নাম্বার - দিদিকে বলো তে ফোন করার কথা বলা হয় এবং একটি ফোন নাম্বার দেন। সেইমত ফোন করা হয় বলে জানান তিনি। তার পরেও আজ পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি বলে জানান তিনি। বর্তমানে ভাঙাচোরা বাড়িতে দুই ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে অতি কষ্টে তারা দিন কাটাচ্ছেন বলে জানান। অপরদিকে জন্মগত প্রতিবন্ধী সানাবুল শেখ। তার নামও তালিকা থেকে বাদ চলে যায়। স্ত্রী আনহারা বিবিকে নিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটছে তাদের।পোষা গরুর দুধ বিক্রি করে আর আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতায় অতি কষ্টে দিন গুজরান হয় তাদের। নিজেদের খাওয়ার খরচ যারা জোগাড় করতে পারে না ঘর তৈরি করার সামর্থ্য তাদের কোথায়। এই কনকনে ঠান্ডায় ভাঙাচোরা বাড়িতে কোনরকমে তারা বসবাস করেন। নতুন তালিকায় যাতে তাদের নাম থাকে এবং তারা একটি সরকারি ঘর পান এটাই তাদের একমাত্র দাবি। কোন্ অদৃশ্য কারণে এই হতদরিদ্র পরিবার গুলির নাম তালিকা থেকে বাদ গেল এবং তারা সরকারি আবাস যোজনার ঘর পেল না সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল।

তাঁতি বউয়ের সারাদিন

বিজন দাস

পনর পনর চরকি ঘোরে
নট নটিয়ে নাটা,
তিন আঙুলে তেতোর সুতোর
ছন্দ বাঁধা হাটা।
তাঁতি বউয়ের হাতের তালুর
পায়ের তালুর যাদু,
সমান তালে নাটায় জড়ায়
সুতোর সব আদু।
মুখে বউয়ের মাড়ের ছিটে
কাক ভোরে সেই বসা,
সূর্যি ঠাকুর শেষ করেছেন
অর্ধেক জমি চষা।
তখনও কাজ শেষ হয়নি
পেট জ্বলছে ক্ষিদেয়,
জল তেষ্টায় বুক ফেটে যায়
প্রাণ চাইছে বিদেয়।
সেই সময়ে তাঁতি এসে
চাইল খেতে ভাত,
আর কোথা যায় তাঁতি গিন্নি
নিল যে একহাত।
ত্রিসীমানায় কাক বসে না
চিল হয়ে যায় হাওয়া,
তার মধ্যে রান্না চলে
তার মধ্যে খাওয়া।
গিন্নি গেল চরকা তলায়
কর্তা গেল তাঁতে,
মুখে বউয়ের কথার খই
চরকা ঘোরে হাতে।

তৈরী ছেলে

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

খেতের কাজে ব্যস্ত বাবা
সকাল থেকে সন্ধ্যে
বলতো রেগে ছেলেকে রোজ
খেতের কাজে মন দে।
লেখাপড়া ঢের হয়েছে
ভস্মে ঢেলে ঘি
দিনরাত্তির ঘুরে বেড়াস ,
হচ্ছে টা লাভ কি !
সেদিন হঠাৎ দৌড়ে এসে
চেঁচিয়ে বলে ছেলে -
বাবা তোমায় দিব্যি দেবো
আর জমিতে গেলে !
ফুটবে মুখে হাসি তোমার
বলছি শোনো আজ -
আর হবে না করতে তোমায়
কঠিন খেতের কাজ !
আনন্দেতে জল এসে যায়
বাবার দুটি চোখে ,
মুখ তুলেছেন ঠাকুর !
জ্ব লু ক হিংসুটে সব লোকে !
শুধায় বাবা, হ্যাঁরে খোকা
চাকরি পেলি নাকি ?
কত ঠাকুর মানত করে
আশায় আশায় থাকি !
দূর থেকে এক প্র ণা ম ঠুকে
বললো ছেলে - শোনো
মিথ্যে আশা, পাইনি আমি
চাকরি আজও কোনো !
কষ্ট তোমার লাঘব হলো
বলছি, গ্রহের ফেরে
জমিজমা বাজি রেখে
জুয়ায় গেছি হেরে !

বিজ্ঞানে অজ্ঞান

পার্থ পাল

স্কুলে সব ছিল। কেবল বিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। স্কুলের সভাপতির এ নিয়ে আক্ষেপ ছিল।তাই তিনি পূর্ণ উদ্যমে ঝাঁপালেন।সহায়তা পেলেন সংশ্লিষ্ট সবার।এবং কে না জানে মনে প্রাণে চাইলে সাফল্য আসেই। বিদ্যালয়ে চালু হলো বিজ্ঞান বিভাগ।অভিভাবকদের আন্তরিকভাবে আবেদন করায় আট জন ছাত্রছাত্রীও ভর্তি হলো একাদশ শ্রেণীতে। কিন্তু ক্লাস করতে এলো না প্রায় কেউই ! প্র্যাকটিক্যাল ? সেখানেও একই দশা। ল্যাবরেটরি ভর্তি নতুন, আধুনিক যন্ত্রপাতিতে। কেমিস্ট্রি ল্যাব সুন্দরভাবে সাজানো বিকার,ফানেল, বকযন্ত্র, টেস্টটিউব আর রকমারি রাসায়নিককে। বায়ো সাইন্সের ল্যাবে ফাইবারের কঙ্কালটা দাঁত বের করে অপেক্ষায়। কেবল ছেলেমেয়েরা আসে না। ''কেন আসো না ?'' এসে কি হবে স্যার ? আসি বা না-আসি আপনারা তো প্র্যাকটিক্যালে পুরো নম্বরই দেবেন। স্কুলের নম্বর বলে কথা। আর সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের সেই শর্তেই তো আমরা এই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। '' '' সে না হয় বুঝলাম। থিয়োররি-টা কিভাবে পড়ছো ? স্কুলে এত ভালো ভালো শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন। ক্লাসগুলো করলে তোমাদের কত লাভ হতো বলো তো...''

''মোটেও লাভ হবে না স্যার। আমাদের প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একজন করে প্রাইভেট টিউটর আছেন।তাঁদের পড়া করতে আর তাদের কাছে পড়তে যেতে আসতেই তো আমরা ক্লান্ত। স্কুলে আসবো কখন ? তাছাড়া বিজ্ঞানের যা সিলেবাস ! এত ছুটি থাকলে আপনারা তা শেষ করবেন কিভাবে ?''

পার্শ্ববর্তী শতাব্দী প্রাচীন ও বড় একটি স্কুলের এক বিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি মুচকি হেসে বললেন, ক্ষুণ্ণআমাদের স্কুলেও একই অবস্থা। মোট বাষট্টি জন বিজ্ঞান পড়লেও শ্রেণীকক্ষ

বরাবরই শূন্য। পড়ুয়ারা কেবল ঠেলায় পড়ে প্রাকটিকাল ক্লাস করতে আসে।'' থিয়োরিটা পড়ে কীভাবে ?'' '' টিউশনে পড়ে নেয়। তবে, বেশিরভাগই বিষয়ের গভীরে গিয়ে পড়ে না। তাদের উদ্দেশ্য, যেমন তেমন করে উচ্চমাধ্যমিকটা পাস করা।'' ''পাস করে কী হবে ?'' ''সার্টিফিকেটটা হাতিয়ার করে নার্সিং, পলিটেকনিক,প্যারামেডিকেল ইত্যাদি কোর্স করবে। আর যাদের মেধা আছে তারা AIEEE– NEET দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি পড়তে ছুটবে।'' ''তবে প্রথাগত কলেজে যাবে কারা ? কারাই বা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, বায়োলজিতে অনার্স, এমএসসি পড়বে ?'' প্রশ্নটি লুফে নিলেন পাশে বসে থাকা এক কলেজ শিক্ষক বন্ধু। বললেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার লোভনীয় ইশারা এড়িয়ে কে আসবে পরিশ্রমসাধ্য, তাত্ত্বিক বিষয়ে অনার্স পড়তে ? কলেজে আমরা মাছি তাড়াচ্ছি ভাই। আমাদের কলেজে রসায়নে চল্লিশটা সিট। ভর্তি হয়েছে মোটে বারো জন। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই কলেজে ভর্তি থেকে তলে তলে জয়েন্টের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদি শিকে ছেঁড়ে,তবে অনার্স ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ কেটে পড়বে। এভাবে আর যাই হোক রসায়নে অনার্স পড়া হয় না। আর পড়বেই বা কেন ? নিয়োগটাই তো দীর্ঘদিন বন্ধ। পাশ করে পেশাপ্রবেশ না হলে আগ্রহ থাকে !''

''কিন্তু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা তাত্ত্বিক বিজ্ঞান পাঠে বিমুখ হলে দেশ তো পিছিয়ে পড়বে !''

''বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে।এখনও দেশের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চায় বাঙালি মেধারই জয়-জয়কার। শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারের তালিকায় এ বছরও রয়েছে বহু বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম। দেশীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো,ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার,বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ও বিভিন্ন আইআইটিতে বাঙালিরা স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।'' ''স্কুলে ক্লাস ফাঁকা। কলেজের সিট ফাঁকা। তবে, এসব বিজ্ঞানীরা উঠে আসছেন কোথা থেকে !''

এবার সেই শতাব্দী প্রাচীন স্কুলের শিক্ষক বন্ধুটি বললেন, ''বিজ্ঞানের কোন বিষয়কে যে ভালোবেসে ফেলবে তার কাছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার লোভও নস্যি। তেমন পড়ুয়াদের জন্য এ রাজ্যে রয়েছে যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, বিশ্বভারতীর মতো বিশ্ববিদ্যালয় ; নরেন্দ্রপুর, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মত কলেজ; খড়গপুর IIT, দুর্গাপুর NIT বেশ কয়েকটি অসরকারী কলেজ এবং ভিন রাজ্যের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সেখানে পড়ার সুযোগ পাওয়াটাই বিরাট ব্যাপার।'' বোঝা গেল, উচ্চ মেধাসম্পন্নরা নিজেদের পথ ঠিকই বাতলে নিচ্ছে। কেবল গড়পড়তারা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' মানসিকতায় বিজ্ঞান পড়ছে। পড়ছে;কিন্তু বিশেষ জ্ঞান নিচ্ছে না ! থেকে যাচ্ছে অজ্ঞান-ই।

জাতীয় যুব দিবস ও বিবেকানন্দ - যুগসন্ধিক্ষণে প্রাসঙ্গিকতা

এম ওয়াহেদুর রহমান

জাতীয় যুব দিবস যা বিবেকানন্দ জয়ন্তী কিংবা রাষ্ট্রীয় যুব দিবস নামেও পরিচিত।দিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক তথা আধ্যাত্মিক নেতা,মহাসাধক, পরিব্রাজক ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী স্মরণে প্রতিবছর ১২ জানুয়ারি পালন করা হয়। এই দিনটিতেই স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহন করেন।১৯৮৪ সালে ভারত সরকার ১২ জানুয়ারিকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।দেশের যুব সমাজকে শাশ্বত শক্তি যোগান এবং তাদের অনুপ্রানিত করার একটি দুর্দান্ত উপায় হিসেবে এই যুব দিবসটি উদযাপন করা হয় সমগ্র দেশজুড়ে। মহা ধুমধামের সঙ্গেই পালিত হয় দিনটি। জাতির মেরুদণ্ড হিসাবেই যুবসমাজ সমাজের সেবায় এগিয়ে এলে তবেই এগিয়ে যাবো আমরা,এই ভাবনাই ছিল স্বামীজির। ভারতীয় যুব সমাজকে স্বামীজির দর্শন তথা শিক্ষায় অনুপ্রানিত করার লক্ষ্যে পালন করা হয় যুব দিবস। স্বামী বিবেকানন্দকে একজন যুব আইকন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতীয় যুব দিবস হল যুবকদের শক্তি এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার একটি শক্তিশালী উপায়,যা দেশের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করে।ভারত - আত্মার যথার্থ স্বরূপ সন্ধানই ছিল সেই দৃপ্ত - চরিত্র সন্ন্যাসীর অভীষ্ট। এই সন্ন্যাসী দারিদ্র মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন।তিনি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন উদার মানবিকতায়। উজ্জীবিত করেছিলেন নবজীবনের অগ্নিমন্ত্রে। যিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'ভুলিও না,নীচ জাতি,মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ,মুচি,মেথর তোমার রক্ত,তোমার ভাই।' তাঁর এই উদাত্ত বজ্র - ঘোষণা জাতির নিস্তরঙ্গ জীবনে এনে দিয়েছিল দুর্বার যৌবনশক্তি।

প্রতিবছর ১২ জানুয়ারি সমগ্র ভারত জুড়ে যুব বয়সীরা তাদের আত্মিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই দিনে কুচকাওয়াজ, মিছিল, বক্তৃতা,সঙ্গীত, যুব সম্মেলন , সেমিনার, যোগাসন উপস্থাপনা,প্রবন্ধ লেখা, আবৃত্তি এবং খেলাধুলা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সারা ভারতে স্কুল,কলেজ গুলোতে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়। অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে দিবসটি পালন করে থাকে।এই দিনটি উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হল যুব সমাজকে অনুপ্রানিত করে এবং স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা

গুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে দেশের জন্য একটি ভালো ভবিষ্যৎ তৈরি করা।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতার সিমলা পাড়ার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত,যিনি ছিলেন হাইকোর্টের লব্দ প্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত এটর্ণি এবং মাতার নাম ধর্মপ্রাণা ভুবনেশ্বরী দেবী।তাঁর প্রাক সন্ন্যাসীর নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। মাতৃদত্ত নাম বীরেশ্বর এবং ডাক নাম ছিল 'বিলে'। স্বামী বিবেকানন্দ সচ্ছল পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর বাবা অল্প বয়সে হঠাৎ মারা যান এবং এটি তাঁর আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়, সর্বোপরি তাঁকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়।তিনি ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও চাকরি পেতে ব্যর্থ হন।১৮৮১ সালে তিনি দক্ষিনেশ্বরের কালীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সাথে দেখা করেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হন।তিনি বেদান্ত ও যোগের ভারতীয় দর্শনকে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি ভারতের প্রতি অত্যন্ত দেশপ্রেমিক ছিলেন। ভারতীয় দর্শনে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে নায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।তিনি ভারতের দারিদ্র্যের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন এবং দেশের উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্যেতার বিষয় গুলোকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করতেন।১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সভায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণ আজও আমাদেরকে অনুপ্রানিত করে থাকে।

ভারতের প্রাচীন ধর্ম থেকে দর্শন, ইতিহাস পাঠ কিংবা সমাজবিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দের ছিল অবাধ বিচরণ। তিনি বলতেন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং পাশ্চাত্যের অগ্রগতির সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই দুটি ভাবনাই একে অপরের পরিপূরক। আজকে সমাজ অগ্রগতির প্রশ্নেও তাই বিবেকানন্দকে স্মরণ না করে উপায় নেই। স্বামী বিবেকানন্দ যুব সমাজের কাছে আজকের দিনেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আধ্যাত্মিকতাবাদের নবজাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্নকে পাথেয় করে আজও দেশের কিছু সংগঠন,সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গ স্বামীজিকে স্মরণ করে থাকেন। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন লোহার পেশি এবং ইস্পাতের স্নায়ু শিশুদের মধ্যে থাকে। তরুণরা সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দকে এই সকল কারণেই যুব সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে যেমন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় তেমনি এই দিনটি জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে যুবকরা যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে,তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।এই দিনটি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার মাধ্যমে যুবকদের অনুপ্রানিত করার একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।জাতীয় যুব দিবস কেবলমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই নয় বরং যুবকদের জন্য জাতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান।স্বামী বিবেকানন্দ একজন প্রজ্ঞা এবং বিশ্বাসের মানুষ , একজন সত্যিকারের দার্শনিক; যাঁর শিক্ষা শুধু যুবকদের অনুপ্রানিত করে নি বরং দেশের উন্নয়নের পথও প্রশস্ত করেছে। তাই তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ - ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা, অনাগত দিনের পথ প্রদর্শক ও নবযুগের চালক। দুর্বল হীনপ্রাণ জাতিকে মানবতার কল্যাণ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল জীবন সাধনা। এক বলিষ্ঠ ভারত গঠনই ছিল তাঁর স্বপ্ন,তাঁর ব্রত।তিনি ধর্মান্ধ জাতিকে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দরিদ্র নিপীড়িত আর্ত মানুষের সেবাই ঈশ্বর - সাধনা।'

কৃষ্ণ চন্দ্র কলেজের উদ্যোগে বই ও খাদ্য মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা- বইয়ের সঙ্গে খাবারের স্টল দিয়ে পড়ুয়াদের আত্মনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হ'লো দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর কৃষ্ণ চন্দ্র কলেজে। পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনাও এমন মেলার মেজাজে বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের পারস্পরিক সহযোগিতায় এমন উদ্যোগ নেওয়া সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি দুঃস্থ পড়ুয়াদের সাহায্য করা হবে এখানকার আর্থিক লাভ থেকে বলে জানান হেতমপুর কৃষ্ণ চন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর গৌতম চ্যাটার্জি। শুক্রবার কলেজের পাশে ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে ১২ টি বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রী মিলে বিভিন্ন রকম খাবারের পসরা সাজিয়ে ছিলেন। কেউ বানিয়ে এনেছেন পিঠেপুলি, কেউ আবার পায়েস। শীতের মিঠে রোদে কেবল মিষ্টি খাবার নয়, উল্টো দিকে স্টলে দেখা মিলল ফুচকা, ঘুগনি, পরোটারও। এখানেই শেষ নয়, চা, কফি, স্পেশাল মোমো, রেশমী কাবাব, ঘটি গরম, অমলেট, চিকেন পকোড়া, ক্রিস্পি চিকেন সহ নানান খাবারের পদ। কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, ছাত্র-ছাত্রীদের এত আনন্দ করতে দেখে তাঁরাও আপ্লুত। প্রথম বছর

পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই বই ও খাদ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। খুব ভালোই সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তাই এ বছরও করা হল বলে জানান প্রিন্সিপাল ডক্টর গৌতম চ্যাটার্জি। তিনি আরও জানান, ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই নিজের হাতে খাবার তৈরি করেছে। বেশ কয়েকটি স্টল তৈরি করে সেখানে সেই খাবার বিক্রি করেছে তারা। ক্রেতা কখনও শিক্ষক, কখনও সহপাঠী বন্ধুরা। তবে লেখাপড়ার পাশাপাশি খাবার তৈরি এবং তা বিক্রি করে যে স্বনির্ভর হওয়া যায়, সেটা একেবারে হাতে-কলমে বুঝে গেল ছাত্রছাত্রীরা। আজকে মেলার আয়োজনের পর বুঝতে পারলাম আমাদের পড়ুয়াদের মধ্যেও অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে। ওরা নানা ভাবে স্বনির্ভর হতে পারে।

বলাগড় থানার উদ্যোগে গুপ্তিপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সাইবার সচেতনতার পাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলির বলাগড় থানার অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী গুপ্তিপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষপূর্তির দ্বিতীয় দিন, মঙ্গলবার,১১ জানুয়ারি ২০২৫-এ বিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো এক উল্লেখযোগ্য সাইবার অপরাধ সচেতনতামূলক কর্মসূচি। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বলাগড় থানার ওসি সোমদেব পাত্রের বক্তব্যের মাধ্যমে। তিনি ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ, সাইবার অপরাধ এবং এর প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করেন। তার বক্তব্যে উঠে আসে কিভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহার ছাত্রীদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং সচেতন থেকে এগুলো প্রতিরোধ করা যায় ত্তারপর বলাগড় থানার সাইবার হেল্প ডেক্স-এর প্রতিনিধি তসলিমা নাসরিন অত্যন্ত সহজ ভাষায় ছাত্রীদের সাইবার অপরাধের ধরন এবং কীভাবে এর থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায়, তা তুলে ধরেন। তিনি উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলেন, ইন্টারনেটে অপরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগের সময় কীভাবে সতর্ক থাকা উচিত এবং কী ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য কখনোই শেয়ার করা উচিত নয়। বিশেষ আকর্ষণ ছিল ডিএসপি (ক্রাইম) অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্রের অংশগ্রহণ। ছাত্রীদের সঙ্গে গল্পের ছলে, বন্ধুর মতো মিশে,

তিনি সাইবার অপরাধ এবং এর মোকাবিলায় সচেতন থাকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি ছাত্রীদের জানিয়েছেন যে পুলিশ তাদের রক্ষায় সবসময় পাশে রয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাইবার বিশেষজ্ঞ সৌভিক দত্ত একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ছাত্রীদের সাইবার অপরাধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। গল্পের আকারে বিষয়গুলি উপস্থাপন করায় ছাত্রীদের মধ্যে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হয়। তিনি দেখান কীভাবে সাইবার জগতের ক্ষতিকর দিকগুলি থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায় এবং প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলিকে কাজে লাগানো যায়।অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের ঝলক ছিল স্পষ্ট।

মৃত ব্যক্তির নামে অতিরিক্ত ট্যাক্স কাটার অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে !

নিজস্ব সংবাদদাতা - সমব্যথী প্রকল্পের অনুদান নিতে গেলে মৃত ব্যক্তিদের নামে কাটা হচ্ছে চৌকিদারি ট্যাক্স, মালদহের বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর অঞ্চলের

বিজেপির প্রধান পাপিয়া ঢালী সরকারের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন পঞ্চায়েতের তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা রঞ্জিত ওঁরাও।এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা ব্লকজুড়ে। বিরোধী দল নেতার অভিযোগ , চলতি মাসের পাঁচ তারিখে পঞ্চায়েত দফতরে রাজ্য সরকারের সমব্যথী প্রকল্পের টাকা প্রদান করা হয়।সেই অনুযায়ী ওই পঞ্চায়েতের ডাঙ্গী এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা ওই প্রকল্পের টাকার জন্য পঞ্চায়েত দপ্তরে আসেন।কিন্তু অভিযোগ, টাকা নিতে গেলে মৃত ব্যক্তির নামে চৌকিদারি ট্যাক্স কাটা হয়। কিন্তু পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুযায়ী চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য করা ছিল ৫০ টাকা। কিন্তু ট্যাক্স কালেক্টর ৫০ টাকার পরিবর্তে মৃত ব্যক্তিদের নামে কারো কাছে ১০০ ২০০ কারো কাছে ৩০০ টাকা পর্যন্ত নেয় বলে অভিযোগ ওই বিরোধী দলনেতার। এই বিষয়ে এবার মুখ খুললেন চাঁদপুর অঞ্চলের প্রধান। চাঁদপুর অঞ্চলের বিজেপির প্রধান পাপিয়া ঢালী সরকার বলেন, তাদের কাছে কোন বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে না। যাদের নামে ট্যাক্স রয়েছে এবং বাকি রয়েছে সেই হিসাবেই বকেয়া ট্যাক্স সরকারি নিয়ম মেনেই নেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা যে অভিযোগ করছেন সেটা একদম ভিত্তিহীন। বকেয়া ট্যাক্স আদায় করতে গিয়ে কারো দুশো কারো একশো, বাকি রয়েছে টাকা। সেই টাকা নিতে যায় পঞ্চায়েতের কর্মীরা। সেই টাকার হিসেব রীতিমতো সরকারি খাতা খাতায় তোলা রয়েছে। বিরোধীরা যদি দেখতে চান দেখতে পারেন।কোথায় কত টাকা কি কারনে নেওয়া আছে সব রকমে লেখা রয়েছে।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন হাতে লেখা চিঠি প্রতিযোগিতায় প্রথম সিদ্ধেশ্বর দত্ত,বাড়ি - খানপুর,হুগলি।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন হাতে লেখা চিঠি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় সোমানাথ দাস,বাড়ি - শিপতাই,পূর্ব বর্ধমান।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন হাতে লেখা চিঠি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় সেখ সাবের আলি, বাড়ি - শ্যামসুন্দর,পূর্ব বর্ধমান।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল তারকেশ্বর থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা- তারকেশ্বর থানা নতুন বছরকে স্বাগত জানালো বেশ কিছু হারিয়ে যাওয়া দামি স্মার্ট ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে। নতুন বছরের প্রথম দিন সকালে উদ্ধার হওয়া ২০টি মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।এছাড়াও তারকেশ্বর থানার সাইবার টিম মোট তিনজন ব্যক্তির সাইবার ফ্রড হওয়া এক লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার টাকা উদ্ধার করে তাদের নিজস্ব একাউন্টে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

কড়ির মেলা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - পৌষ মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবারে ঘোষগ্রামের লক্ষ্মী মন্দির লাগোয়া কড়ির মেলায় উপচে পড়ল ভিড়।এই গ্রামের আরাধ্যাদেবী মা লক্ষ্মী।আর এই উপলক্ষ্যে লক্ষ্মী মন্দিরকে ঘিরে পৌষ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে গ্রামে বসে কড়ির মেলা। বীরভূম ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে এই মেলায় কড়ি সংগ্রহ করতে জমায়েত হয়েছেন বিভিন্ন মানুষ।প্রাচীনকালে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি, পরবর্তীতে মুদ্রা ও টাকার প্রচলন হলেও প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে

চলেছে ময়ূরেশ্বরের ঘোষগ্রাম। লক্ষ্মীমাতা সেবাইত সঙ্ঘের আহবায়ক গুরুসরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগে কড়ির বিনিময়ে ধান কেনাবেচা চলত। টাকা পয়সা চালু হওয়ার পর কড়ি বিলুপ্তির পথে। তাই কড়িকে বাঁচিয়ে রাখতে বহুবছর ধরে এই মেলা হয়ে আসছে। যতদিন যাচ্ছে এই মেলা ততই প্রসিদ্ধ হচ্ছে।লক্ষ্মীর গ্রাম হিসাবে পরিচিত ঘোষগ্রাম।কথিত আছে, হর্ষবর্ধনের আমলে পরিব্রাজক সাধক কামদেব ব্রহ্মচারী পরিভ্রমণ করেছিলেন মায়ের সাধনার সন্ধানে। বীরভূমের রাঢ় অঞ্চল ঘুরতে ঘুরতে তিনি ঘোষগ্রামে এসে পৌঁছন। সেখানে তিনি স্বপ্ন দেখেন ত্রেতাযুগে রাম,লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমান বসবাসের জন্য কিছুদিন এই গ্রামে বিচরণ করে গিয়েছেন।আবার দুর্যোধনের চক্রান্তের শিকার হয়ে পান্ডবরা কিছুদিন এই এলাকায় অজ্ঞাতবাসে ছিলেন।সাধনার উপযুক্ত স্থল হিসাবে এই গ্রামের একটি নিম গাছের তলাতে তিনি সাধনা শুরু করেন।পরবর্তী সময়ে দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে গ্রাম লাগোয়া কাঁদর থেকে শ্বেতপদ্ম ও একটি কাঠের খণ্ড তুলে নিয়ে এসে গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়ে লক্ষ্মীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুজোর সূচনা করেন।সেই থেকে আরাধ্যদেবী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন মা লক্ষ্মী।কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ও পৌষ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার এই মন্দিরকে ঘিরে বসে মেলা। তবে এই কড়ির মেলার বৈশিষ্ট্যই আলাদা।এই মেলায় অধিকাংশ দোকানদার দুধ কড়ি,ফুল কড়ি,তিল কড়ি, বুজ কড়ি ও স্লোত কড়ি সহ বিভিন্ন ধরনের কড়ির পসরা সাজিয়ে বসেছেন।সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই মেলা চলে।জনশ্রুতি আছে, কড়ি মায়ের চরণে ছুঁইয়ে বাড়িতে রাখলে অভাব দূর হয়।

প্রয়াত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক চঞ্চল সিংহরায়

নিজস্ব প্রতিবেদন - বাংলা সাহিত্য জগতে নক্ষত্র পতন। চলে গেলেন বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক চঞ্চল সিংহরায় (০৫.১১.১৯৪৯ - ০৩.০১.২০২৫)। বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। শুক্রবার ৩ জানুয়ারি সকালে

গুড়াপের রোহিয়ায় নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত দেশ পত্রিকায়। এছাড়াও তিনি যুগান্তর,বসুমতী,আজকাল,শুকতারা,খবর সোজাসুজি, বর্তমান,আনন্দবাজার,প্রতিদিন সহ একাধিক পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড টপারদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পূর্ববর্ধমান জেলার মাধ্যমিক,উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড টপারদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো।পাশাপাশি দেওয়া হল একটি করে ল্যাপটপ।পূর্ব বর্ধমান জেলার টপার ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় জেলাশাসকের দপ্তর থেকে।সংবর্ধনা স্বরূপ ফুলের তোড়া, মিষ্টি, একটি করে ল্যাপটপ এবং মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া শুভেচ্ছা পত্র তুলে দেওয়া হয়।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি এ,পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি গার্গী নাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পূর্ব বর্ধমান জেলার টপার ৩২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৭ জন ছাত্র এবং ১৫ জন ছাত্রী ছিল।জেলাশাসক আয়েশা রানি এ বলেন, ''নতুন বছরটা আমরা খুব সুন্দর ভাবে শুরু করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান জানিয়ে বছর শুরু করলাম। এর চাইতে বড় কাজ আর অন্য কিছু হতে পারে না। বুধবার এখানে যত জন পড়ুয়া

ছিল তার মধ্যে ছাত্রীরাও আছে এটা একটা বড় বার্তা সমাজের পক্ষে যে মেয়েরাও এগিয়ে আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনেক রকমের প্রকল্প রয়েছে যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও রয়েছে বহু প্রকল্প।''

শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরে ছ'দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল দশম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি। ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ডিওয়াইএফআই - এর উদ্যোগে উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা - ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন কালনা ১ নম্বর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এবং ডিওয়াইএফআই - এর সহযোগিতায় কমল মন্ডলের স্মরণে কালনা থানার নান্দাই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গাবতলায় গত বুধবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য হালিম শেখ।কালনা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন।রক্তদান জীবন দান। একটু রক্ত বাঁচাতে পারে মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিনিয়তই রক্তের প্রয়োজন

পড়ে।সেই সঙ্গে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যও রক্তের প্রয়োজন হয়।এছাড়াও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কারনে রোগীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য রক্তের প্রয়োজন পড়ে। সরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকগুলোতে প্রায়শই রক্ত সংকট দেখা যায়।তাই রক্ত সংকট মেটাতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন বলে জানান উদ্যোক্তারা।এদিনের শিবিরে অসংখ্য মহিলা রক্তদাতাকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। নিজের শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে এসেও আনন্দের সঙ্গে স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে দেখা যায় তাদের। বিভেদ ভুলে ঐক্যের বার্তা দিতে মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এই মহান কাজে ব্রতী হয়েছেন বলে জানান উদ্যোক্তারা।

শিপতাহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগে গত বুধবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল ফুড ফেস্টিভ্যাল।ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

দিনমজুরির আড়ালে বাড়িতেই আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানা ! বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা - দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানা চালানোর অভিযোগে নবদ্বীপের

মাঝেরচড়া এলাকা থেকে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা গেছে ধৃত দুষ্কৃতীর নাম সাঞ্জুর শেখ। তার বাড়ি মহিশুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরচড়া এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জাম। এমনই জানালেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম কুমার ঘোষ। শনিবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপ থানায় ডিএসপি ডিএন্ড টি এম রহমান ও নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারিকে পাশে নিয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম কুমার ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান,পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে মহিশুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরচড়া এলাকার বাসিন্দা দুষ্কৃতী সাঞ্জুর সেখ দিনমজুরির আড়ালে নিজের বাড়িতেই আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানা খুলে বসেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছালে পুলিশকে সাময়িকভাবে দুষ্কৃতীর পরিবারের বাধার মুখে পড়তে হয়,পরে সেই বাধা সরিয়ে দুষ্কৃতী সাঞ্জুর সেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ,পাশাপাশি এই কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে সাঞ্জুর সেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উল্লেখ্য এর আগেও আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের অভিযোগে বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল দুষ্কৃতী সাঞ্জুর শেখ।

হাওড়া- বর্ধমান কর্ড লাইনে বারুইপাড়া,শ্যামপুর,জনাই এবং হরিপালের থানাগোড়া ও আমিনপুর দক্ষিণে সাবওয়ে তৈরির দাবিতে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে পথে তৃণমূল।

কালনায় পিঠে পুলি উৎসব ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলা,পদপিষ্ট হয়ে জখম কমপক্ষে ১০ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমানের কালনার পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত খাদ্য ও পিঠে পুলি উৎসবের শেষ দিনে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে বিশৃঙ্খলা।জনতাকে সামাল দিতে পুলিশের লাঠি উঁচিয়ে তারা।একই সাথে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে জখম কমপক্ষে ১০ জন। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় দুজন মহিলাকে অন্যত্র স্থানান্তরই করা হয় কালনা মহকুমা হাসপিটাল থেকে।জানা গেছে রবিবার আনুমানিক রাত সাড়ে ন'টা নাগাত জোজো এবং মুম্বাই খ্যাত পলক মুচ্ছালের

শো উপলক্ষে প্রচুর জনতার ভিড় হয়েছিল মাঠে। ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল পুলিশকে।ফলে বাধ্য হয়েই পুলিশকে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করতে হয়।অন্যদিকে ভিড়ের চাপে ঠেলাঠেলিতে পদপৃষ্ট হন বেশ কয়েকজন। বর্তমানে পাঁচজন মহিলা ও একজন যুবক কালনা মহকুমা হসপিটালে ভর্তি রয়েছেন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। উৎসবের মূল উদ্যোক্তা দেবপ্রসাদ বাগ আনুমানিক রাত বারোটা পনেরো নাগাদ কালনা মহকুমা হসপিটালে আহতদের দেখতে যান।সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, যা ঘটনা ঘটেছে সবটাই বাইরে।আজকে এদের দেখতে এসেছি যা সাহায্য করার দরকার সবটাই করব।

সিঙ্গুর থানার তৎপরতায় হারানো মানসিক ভারসাম্যহীন বালককে ফিরে পেল পরিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা - সিঙ্গুর থানার তৎপরতায় উদ্ধার হলো এক মানসিক ভারসাম্যহীন বালক। নতুন বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি ২০২৫, দুপুর ২টা নাগাদ সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত স্কুল মোড়ে এক মানসিক ভারসাম্যহীন বালককে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।সে সময় থানার মোবাইল ভ্যানে টহলরত এসআই রহিমবাবু ঘটনাটি লক্ষ্য করেন এবং বালকটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

পরবর্তীতে,থানার তরফ থেকে পুরুলিয়ার সাতুড়িতে অবস্থিত বালকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং প্রয়োজনীয়

যাচাই-বাছাই শেষে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।বালকের বাড়ির লোকজন সিঙ্গুর থানার এই তৎপরতায় অত্যন্ত খুশি। পরিবারের পক্ষ থেকে থানার কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।এ ধরনের মানবিক পদক্ষেপ পুলিশ-প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়াতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

(প্রথম পাতার পর)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে

কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলার আমন্ত্রিত ৩৬ জন এবং সংগঠনের রিষড়া অঞ্চলের ০৯ জন, মোট ৪৫ জন অণুগল্পকারের কণ্ঠে শোনা যায় এই সময়ের অনুভব। এই বছরজুড়ে বিভিন্ন ঘটনায় আনন্দ-বেদনা-ক্রোধ- সংগ্রাম- শপথ মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁদের পঠিত অণুগল্পের বিষয়ে ও রূপে। স্বরচিত অণুগল্প পড়েন সুধাংশুরঞ্জন সাহা, তাপস রায়, শতদ্রু মজুমদার, অরিন্দম গোস্বামী, কুশল মৈত্র, অনিলেশ গোস্বামী, দেবীদাস নন্দী, সুনীতি পোদ্দার, দেবাশিস দে, পারমিতা মন্ডল, সুব্রত দেব, আশিস বসু, উদয়ন চক্রবর্তী, গার্গী দেব, পূর্বা দাস, তানিয়া ব্যানার্জি, বহ্নিশিখা ঘটক, দিলীপ দে, শঙ্কর ঘোষ, রবীন বসু, চমক মজুমদার, শান্তিদেব ভট্টাচার্য, রাজলক্ষ্মী দে চন্দ্র, মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বা দাস, নবারুণ চক্রবর্তী, বনবিহারী দত্ত বণিক, অঞ্জনা চক্রবর্তী, গৌতম দত্ত, দেবব্রত চৌধুরী, দিব্যেন্দু দাস, সুহাস ভট্টাচার্য, উৎপল পাল, স্বপন মজুমদার, রিন্টু চ্যাটার্জি, তাপসী দাস, কমলাপতি পান্ডে প্রমুখ। গল্পকারদের দেওয়া হয় ''সময়ের সাহিত্য -২০২৪'' সম্মাননা। অণুগল্পগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করে অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায় বলেন - কি লিখব, কেন লিখব, কাদের জন্য লিখব, এটা সবসময় আমাদের মনে রাখা উচিত। বক্তব্য রাখেন জেলা সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি সমীরণ মন্ডল ও জেলার বিশিষ্ট সদস্য বিজয় গাঙ্গুলী। ধন্যবাদ জানান সংগঠনের রিষড়া অঞ্চলের সভাপতি রতন ভট্টাচার্য। আসর সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন রিষড়া সংগঠনের সহ-সভাপতি সুব্রত সিংহ ও সহ-সম্পাদক আশিস চক্রবর্তী। হুগলি জেলা কমিটির সভানেত্রী দেবী গাঙ্গুলীর দরাজ কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রিষড়া আঞ্চলিক কমিটি আয়োজিত এই আসরের সমাপ্তি নয়, আগামী আসরের সূচনা ঘটে।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com